



সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ!

সকল প্রশংসাই মহান আল্লাহর,
পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু!
বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচনা
থেকে তাঁরই আশ্রয় এবং সকল
বিশ্বাসীর উপর তাঁর শান্তি
কামনা করছি!

আয়াত ৩৯:৬৩, চূড়ান্ত ধর্মগ্রন্থ

ঐশ্বরিক অমীয় দিকনির্দেশনার
উপস্থাপনা মাত্র, সিদ্ধান্তমূলক
নয়! কেননা, সৃষ্টিকর্তাই সকল
সিদ্ধান্তের একমাত্র অধিকারী!

মানব জীবনের প্রকৃত সত্য সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অন্বেষণে পরিকল্পিত সামাজিক
অর্থনৈতিক প্রকল্পের বানিজ্যিক নাম

সত্যগ্রহী!

সত্যগ্রহী মূলতঃ কোরান, হাদীস ও তাফসীরের পাশে ১৯ভিত্তিক গাণিতিক
অলৌকিকতার সমন্বয়ে সংকলিত **“সর্বশীর্ষে ১৯ এবং সবিনয় নিবেদন”** নামীয়
৯২৮ পৃষ্ঠার এক গবেষণাপত্রে উপস্থাপিত বিষয়াবলীর সঠিকতা যাচাইয়ে ধর্মীয়
জ্ঞানীদের অনুপ্রানীত করনে নেয় এক ব্যক্তিগত এক সামাজিক উদ্দোগ!

সত্যগ্রহী প্রকল্পটি মূলতঃ ঐশ্বরিক দিকনির্দেশনার মানবীয় ব্যাখ্যা নিয়ে আবর্তিত
যেখানে তথ্যই মূল উপজীব্য! ঐশ্বরিক সত্য কঠিন এক বিষয় যার জন্য
যথোপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন অত্যাৱশ্যক! এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের
সাবধানতা অবলম্বনের সহায়তা করাই লক্ষ্য এবং সেটিই

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ!

সুমহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানবকে মানুষে পরিনত করণ এবং পার্থিব
জীবনের অবশ্যসম্ভাবী বিষয় চূড়ান্ত হিসাব-নিকেশের প্রস্তুতি গ্রহণের সহায়তা
হিসাবে ১৪১৬ বৎসর পূর্বে ৬১০তম সৌরবর্ষে মানবের পুরনাংগ জীবন বিধানের
ঐশীবাণী সম্বলিত সংবিধিবদ্ধ ধর্মগ্রন্থকে রমজান মাসে মুহাম্মদ সাঃ এঁর অন্তরে
স্থাপন করে দেন (২:৯৭, ১৮৫; ২৬:১৯১; ৯৭:১-৫)! অতঃপর

- সময়ের প্রয়োজনে জীব্রাঈল নামীয় ফেরেশতার সহায়তায় সেই রাসুলের জবানে অবমুক্ত করেন; কিন্তু সেটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিজের অধিকারে রেখেদেন(৭৫:১৬-১৯)! তবে,
- ঐশী বক্তব্যগুলোকে রাসুলের মস্তিষ্কে প্রতিস্থাপনের জন্য বিক্ষিপ্ত কিন্তু সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় (২৫:৩২) সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর সময়ের নাযিল প্রক্রিয়ায় সেটিকে কোরান নামে নামাকরন করেন!
- সেই কোরানকে অন্য নবী রাসুলদেরকে দেয় অলৌকিকতার চেয়েও ১০গুণ অধিক মাহাত্মপূর্ণ (৩৪:৪৫) ঘোষণা দিয়ে মুহম্মদ সাঃকে দেয় অলৌকিকতা হিসাবে বর্ণনা করেন! এবং
- মুহম্মদ সাঃকে তাঁর একজন রাসুল ও চূড়ান্ত নবী হিসাবে বর্ণনা করে মুহম্মদ ও কোরানকে সারা পৃথিবীর মানবের জন্য প্রেরিত বলে ঘোষণা দেন (২৫:১; ২১:১০৭)!

মহান আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপরাক্রমশীল একমাত্র প্রতিপালক হিসাবে তাঁর সকল সৃষ্টজীবকে নিজেই নিজেকে পরিচালনা করনের প্রস্তাব দেয়ার (৩৩:৭২) বর্ণনা করে এটি জানিয়েছেন যে

- ✚ মানব ছাড়া সকল সৃষ্টজীব সেই প্রস্তাবে ভয় পায় এবং সেটি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়! কিন্তু মানব সেটিকে গ্রহণ করে নেয়! মানবের সেই কর্মকে তিনি **অজ্ঞতা ও সীমালঙ্ঘন** হিসাবে বর্ণনা করেন! মানবের সীমালংঘনের ফলশ্রুতিতে,
- ✚ সকল আদম উত্তরাধিকারীদের একত্র করে তাঁর একক কর্তৃত্বের স্বীকারোক্তি নেন (৭:১৭২-১৭৩)!
- ✚ তিনি মানবের মধ্যে কারা ভাল করতে পারবে সেটি নির্ধারণে মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেন (৬৭:১-৩)!
- ✚ পুনরায় মাটি থেকে আদমের আকৃতি সৃষ্টি করে নিজের শক্তি থেকে জীবনী (আত্মা) দান করে সকল ফেরেশতাদেরকে সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশনা দেন!
- ✚ কিন্তু ইবলিস নামীয় ফেরেশতা সেই নির্দেশনা অবজ্ঞা করে আল্লাহর সান্নিধ্য বঞ্চিত হয়ে অশুভশক্তি জ্বীনে পরিনত হয় (১৮:৫০) এবং সেই অশুভ শক্তিকে তিনি শয়তান নামে অভিহিত করে আদমের প্রকাশ্য শত্রু হিসাবে ঘোষণা করেন। অতঃপর
- ✚ আদমের মধ্য হতেই তাঁর জীবনসংগী সৃষ্টি করে অশুভ শক্তি শয়তানকে উপেক্ষা করনের নির্দেশনা দেন! কিন্তু

আদম দম্পতি পুনরায় অশুভ শক্তির প্ররোচনাকে উপেক্ষা করনে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের আত্মাকে কুলষিত করনের স্বীকারোক্তি দিয়ে প্রার্থনা করলে (৭:২৩)

- ✚ অসীম করুনার আধার (**জুল ফাদলিল আজিম!**) মহান আল্লাহ্ আদম দম্পতি ও ইবলিশকে তাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্য করনে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য পৃথিবীতে নির্বাসনে প্রেরন করেন!
- ✚ পার্থিব জীবনের সহায়তা করনে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরনের ঘোষণা দিয়ে এটিই জানান যে তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধিদেরকে মান্যতা দেয়ার সক্ষমতায় মানব

তঁার আত্মার পরিশুদ্ধতা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে মানুষে পরিনত হতে পারলেই তঁার সান্নিধ্য অর্জিত হবে!

বস্তুতঃ আদমকে সৃষ্টিকর্তার দেয় প্রতিশ্রুতির বাস্তবতাই হচ্ছে অগুণিত মানবীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে অবমুক্ত ঐশ্বরিক দিকনির্দেশনা সম্বলিত আসমানী কিতাব যেগুলোর পূর্ণাঙ্গ রূপ হচ্ছে পবিত্র কোরান!

সুমহান সৃষ্টিকর্তা ধর্মগ্রন্থ অবমুক্তির কার্যাকরণ প্রেক্ষাপটের বাস্তবতায় মানবের বৈশিষ্ঠ্য নিয়ে জানিয়েছেন যে

- ✚ প্রতিটি মানুষ তঁার একত্ববাদের নিখুতধর্ম ধারণ করেই জন্ম গ্রহণ করে (৩০:৩০)!
 - ✚ মানব নিখুত নকশায় সৃষ্ট হলেও নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত (৯৫:৪-৫)! কারন মানব প্রকৃতিগতভাবে
 - বিতর্ক পরায়ন (৫১:৯)!
 - ভুলে যায় এবং সিদ্ধান্তহীন - (২০:১১৫)।
 - ধৈর্যহীন - ১৭:১১, ২১:৩৭!
 - অকৃতজ্ঞ - ২৩:৭৮; ৩২:৯!
 - চিন্তা ভাবনা করতে অভ্যস্ত নয় - ৭:৩, ১০:৩!
 - নিজের খেয়াল খুশীকে প্রাধান্য দিয়ে চলে-৪৫:২৩!
 - আলোকিত জ্ঞান ছাড়াই বিতর্ক করে - ২২:৩, ৮; ৩১:২০!
 - অধিকাংশই অলিক কল্পনা করে অনুমান নির্ভর কথা বলে - ৬:১১৬! এবং
 - অধিকাংশ তঁার সাথে কাউকে না মিলিয়ে তাঁকে বিশ্বাস করতে পারে না (১২:১০৬)! অন্যদিকে,
 - ✚ কোন মানুষই তঁার অনুমতি ব্যতীত কোন জ্ঞান অর্জন করতে পারে না (২:২৫৫)! তবে, তিনি তঁার পছন্দ অনুযায়ী কাউকে জ্ঞান দান করেন (২:২৬৯) এবং জ্ঞানী মানুষেরাই কেবল চিন্তাভাবনা করে (৩:৭)!
- পক্ষান্তরে, মানবের সহায়তা করনে দেয় কোরানকে তিনি আজিম - মহাপরাক্রমশীল/সর্বশক্তিমান (১৫:৮৭); হাকিম - মহাজ্ঞানী (৩৬:২); মাজিদ-মহামানিত (৫০:১) এবং কারিম - মহাসম্মানিত (৫৬:৭৭) নামীয় তঁার চারটি গুণবাচক বৈশিষ্ঠ্যকে ধারণ করতে দিয়ে জানিয়েছেন
- ✚ ধর্মগ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত (২:২, ১৮:১) এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত চূড়ান্ত ধর্মগ্রন্থ (৭:৫২)!
 - ✚ এটি পূর্ববর্তী সকল ধর্মগ্রন্থের সত্যতা নিশ্চিত করে পরিপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ হিসাবে নাযিলকৃত (৩৫:৩১); তবে, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোকে উপেক্ষাও করে (৫:৪৮; ১০:৩৭)
 - ✚ কোরান একটি জ্ঞানগর্ভ, আলোকউজ্জল ধর্মগ্রন্থ এবং সরল পথের উপর স্থাপিত একজন (কিতাবিক) রাসূল (৩:৫৮; ৩৬:২; ৪৩:২-৪)!
 - ✚ বিশ্বভ্রমাত্তের কোন কিছুই কোরানেই বাইরে নেই (৬:৫৯) যা পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং বিস্তারিত ভাবে সকল কিছুর বর্ণনা করে (৭:৫২; ১০:৩৭; ১২:১১১)!
 - ✚ কোরান কেবলমাত্র তঁারই ইচ্ছা এবং অনুগ্রহ হিসাবে কোন মানুষের নিকটবর্তী হয় (২৮:৮৬)! এবং

✚ চোখ, কান এবং মস্তিষ্ক ব্যবহারে সক্ষম সচেতন মানুষদের জন্য কোরান এক আলোর পথের দিকনির্দেশক তথা রাসুলের দায়িত্ব প্রাপ্ত (২:২)!

নিজেই নিজেকে পরিচালনা করেন মানবের নেয়া সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ এটিই জানিয়েছেন

- মানবকে তিনি একক স্বত্ত্বা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং একক ভাবেই তাদেরকে ফিরতে হবে - ৬:৯৪; ১৮:৪৮; ১৯:৯৫; ৭৪:১১!
- সকল মানুষের দায়িত্বই তাঁর নিজের ইচ্ছের অধিকারে (৩৯:৩৬)!
- কোন মানুষই অন্যকাউকে দিকনির্দেশনা দেয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত নয় (২:২৭২) বিধায় ধর্ম পরিপালনে সকল প্রকার জোরজবরদস্তি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ - ২:২৫৬! সর্বোপরি,
- মানবকে নিজের ঘাড়ের জন্য চিন্তা করার উপদেশ দিয়ে (৫:১০৫) তাঁকে বিশ্বাস করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অথবা অবিশ্বাস করে অকৃতজ্ঞ হওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন (১৮:২৯)!

তবে, সৃষ্টিকর্তা চূড়ান্ত ধর্মগ্রন্থকে

- সহজ শিক্ষণীয় হিসাবে সৃজন করা কথা জানিয়ে (৫৪:১৭, ২২, ৩২, ৪০) সেটি অধ্যবসায়ের নির্দেশনা দিয়েছেন (৪:৮২; ৪৭:২৩)!
- কিছু মানুষকে তাঁর ধর্মগ্রন্থ অধ্যবসায় করে সেই বিষয়ে অন্যদেরকে জ্ঞান দেয়ার উপদেশ (৯:১২২) দিয়েছেন! কিন্তু
- এটিও জানিয়ে রেখেছেন যে ধর্মগ্রন্থ যেভাবে জানা উচিত সেভাবে জানতে পারলেই কেবল সেগুলোতে বিশ্বাস করা যাবে (২:১২১)! এরই সহায়তায়
- প্রতিটি জনপদেই একজন দিকনির্দেশনা দানকারী শিক্ষক প্রেরনের (১৩:৭) ঘোষণা দিয়েছেন! এবং
- সেই শিক্ষক হচ্ছেন তাঁর পছন্দে প্রজ্ঞার (২:২৬৯) অধিকারী মানব যাদেরকে তিনি কেয়ামতের বিষয়ে সতর্ক করতে তাঁর নির্দেশনা সম্বলিত অনুপ্রেরনা দেন (৪০:১৫)!

এত সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনার পাশে মহান আল্লাহ এটিও জানিয়ে রেখেছেন যে

- ✚ তিনি তাঁর ইচ্ছে ও জ্ঞান অনুযায়ী পথপ্রাপ্তির যোগ্যদেরকেই কেবল দিকনির্দেশনা দেবেন (২:২৭২; ২৮:৫৬)!
- ✚ কোরান সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারার পূর্বেই কোন বক্তব্য না দেয়ার নির্দেশনা দিয়ে জ্ঞান বৃদ্ধিকরনের জন্য প্রার্থনা করার উপদেশ দিয়েছেন (২০:১১৩-১১৪)! কেননা, তাঁর বক্তব্যের ধারক কোরানের বর্ণনা কিংবা অনুধাবন শেষ করনের কোন ক্ষমতাই মানুষের নেই (১৮:১০৯; ৩১:২৭)!
- ✚ কোরান কেবলমাত্র তাঁর অনুগ্রহ হিসাবেই কারও নিকটবর্তী হয় (২৮:৮৬)!
- ✚ আন্তরিক ব্যক্তিরাই কেবলমাত্র কোরানকে ধরনে সক্ষম হবেন (৫৬:৭৯)!
- ✚ তাঁর উপর আস্থাশীলদের জন্য কোরআনের ভাষা কোন বাধাই হবে না (৪১:৪৪)! পক্ষান্তরে

✚ অযৌক্তিক অহংকারীদেরকে তিনি কোরান থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন (৭:১৪৬)! এবং অবিশ্বাসী বা কাফেররা যতবড় জ্ঞানী বলেই বিবেচিত হন না কেন তারা কোরানকে ধারনে ব্যর্থ হবে (১৮:৫৭)!

এরই পাশে তিনি জানিয়ে রেখেছেন সুস্পষ্ট কিছু ঘোষণা ...

✚ সত্য ও ন্যায়ের জন্য তাঁরই বক্তব্যই চূড়ান্ত যা পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই - ৬:১১৫!

✚ শুরুর সময় থেকে আল্লাহর সুন্নাহ (সুন্নাতুল আওয়া'লীন) তথা বিধিবিধান / নিয়ম / আইন একই আছে এবং আল্লাহর দেয় বিধিবিধান / নিয়ম / আইন অপরিবর্তনীয় যা বদলানোর সক্ষমতাও কারো নেই (সুন্নাতালাহি তাবদীলা এবং সুন্নাআতাল্লাহি তাহওইলা) - ৩৫:৪৩!

✚ কোরানে উদাহরন মূলক বা ভিন্নার্থক তথা রূপক কিছু বর্ণনা আছে যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না! এরই বাস্তবতায় কোন বক্তব্য বুঝতে না পারলেও বিনা দ্বীধায় মেনে নিতে হবে - ৩:৭! এবং কোরানের পাশে কোন আদর্শ (আউলিয়া) অনুসরণ করা যাবে না - ৭:৩! এরই বাস্তবতায়

✚ কোরানের বর্ণনা/বক্তব্য শুনতে পেলেই সেটিতে মনযোগ দিতে হবে - ৭:২০৪-২০৫, তবে সেটিতে আস্তা আনয়নের পূর্বে ...

- সচেতনতা অর্জনে দেয় চোখ কান মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে হবে - ১৭:৩৬!
- সকল বক্তব্য মনযোগ দিয়ে শ্রবন করে নিজের কাছে সর্বোত্তম বিবেচিত বিষয়কে বিনা দ্বীধায় মেনে নিতে হবে (২:২৮৪)! এবং
- এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিদেরকে তিনি তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত জ্ঞানী মানুষ হিসাবে বর্ণনা করেছেন - ৩৯:১৭-১৮! সর্বোপরি

✚ কোরআনের সত্যে বিশ্বাস করে সেটি ধারনে সচেষ্টি থাকার বিনিময়ে তিনি মানবকে তাঁর কাছ থেকে ইচ্ছেমত সকলকিছু অর্জনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৩৯:৩৩-৩৫তম আয়াতে!

সকল প্রশংসাই আল্লাহর যিনি পবিত্র থেকে পবিত্রতর এবং সুমহান!

চূড়ান্ত ধর্মগ্রন্থ নিয়ে ব্যক্তিগত অধ্যবসায়ে প্রাপ্ত উপরোক্ত তথ্যাবলীই সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণের ভিত্তি! সর্বোপরি, মহান আল্লাহ্ গাণিতিক সংখ্যা ১৯কে সকল কিছুর উপর মহামান্যতা দিয়ে একটি অতীব অলৌকিক ও এক সতর্কবার্তা (৭৪:৩০-৩৫) আখ্যা হিসাবে ঘোষণা দিয়ে এটিও জানিয়েছেন যে

- অন্তরে সন্দেহ পোষণকারী মানুষরা সেই অলৌকিকতাকে ধারনে ব্যর্থ হবে (৭৪:৩১)! এবং
- কোরান মানুষকে জালালের পাশাপাশি জাহান্নামের দিকেও পরিচালিত করে (১৭:৮২; ৩৯:২৩)!

উপরোক্ত কোরানিক বক্তব্যগুলোর আলোকে সচেতনতা সম্পন্ন সকল মানবকে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীকে ধারনে সচেষ্টি হতে নিবেদন রাখছি যা আমাদেরকে সতর্ক হতে সহায়তা করতে পারে, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন!

- ১। বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচনায় শিক্ষিত হওয়ার গর্ব বা অহংকার থেকে মুক্তির জন্য একনিষ্ট চিত্তে অনুশোচনা করে এটিই বিশ্বাস করুন যে আপনি সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন! অতঃপর
- ২। শয়তানের সক্ষমতার বিপরীতে আপনাকে সক্ষমতা দানের প্রার্থনা করে এটিই বিশ্বাস করুন যে আপনার দ্বারা সম্পাদিত জানা-অজানা সকল পাপাচার পুণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে! এবং
- ৩। সেই বিশ্বাস ধারণ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং সৎকর্মশীলতা অর্জনে প্রকৃত সত্য জানতে সচেষ্ট হোন!
- ৪। কোরআনের কোন বক্তব্য বা গাণিতিক অলৌকিকতা নিয়ে বিতর্ক করা থেকে বিরত থাকতে মহান আল্লাহ কৃপা কামনা করুন; কেননা, মহান আল্লাহ তাঁর বানীর কোন অংশ নিয়েও বিতর্ক নিষিদ্ধ করে রেখেছেন (৪২:১০)!
- ৫। পবিত্র কোরআনের ২০:১১৪তম নির্দেশনা অনুসরণ করে আল্লাহ, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসুল বিষয়ক কোন বক্তব্য দেয়ার পূর্বে মহান আল্লাহর সহায়তা কামনা করুন! কেননা,
- ৬। মনের অজান্তেও কোরআনের কোন ভুল তথ্য পরিবেশিত হলে সেটি হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নামে মিথ্যাচারের সামিল যা কোরআনের অবজ্ঞা বা অবমাননা! ফলশ্রুতিতে,
- ৭। ৭:২৭; ৪৩:৩৬-৩৭; ৬৮:৪৪নং আয়াতের বাস্তবতায় শয়তানকে নিজের কর্মনির্বাহী বানিয়ে দেয়া হবে! এবং
- ৮। ১৭:৮২ এবং ৩৯:২৩নং কোরানিক ঘোষণা অনুযায়ী কোরানই জাহান্নামের দিকে অগ্রসর করে দেবে! সর্বোপরি
- ৯। অযাচিত কিংবা অযৌক্তিক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকুন! কেননা, ৫:১০১-১০২ আয়াত অনুযায়ী প্রশ্নই আপনাকে অবিশ্বাসী বানিয়ে দিতে পারে! প্রশ্ন কিভাবে অবিশ্বাসী বানিয়ে দেয় সেই বিষয়ে সম্যক ধারণা পেতে
- ক) কোরানের অনুসারীদের পরিচয়ের ধারক **মুসলিম** শব্দের গাণিতিক মানের [মীম-৪০, সীন-৬০, লাম-৩০, মীম-৪০ => ১৭০] ধারক কোরানের ১ম ১৭০তম তথা ২:১৭০ আয়াতে আল্লাহর সৃষ্ট প্রশ্ন নিয়ে নিয়ে সময় দিন - “কি হবে যদি তাদের পূর্বপুরুষেরা কিছুই না জানত এবং পথ প্রাপ্ত ছিল না?”

এই প্রশ্নটি অসংখ্য প্রশ্ন সৃষ্টি করবে যেখানে লুকিয়ে রয়েছে অবিশ্বাসীতে পরিনত হওয়ার কার্যকরণ! তবে, সেই অনিষ্ট অবস্থা থেকে পরিত্রানের একমাত্র উপায় আল্লাহর কৃপায় সচেতন ভাবে চিন্তা করনের সক্ষমতা! এবং সচেতনতা শব্দের গাণিতিক অলৌকিকতা থেকেই সেই দিকনির্দেশনা পেতে পারেন, যদি আল্লাহ ইচ্ছে করেন! এজন্য

- খ) সচেতনতার ধারক আরবী শব্দ **মুস্তাক্কি** এর বর্ণ ক্রমমান [মীম-১৩, তা-২২, ক্লাফ-১৯, ইয়া-১০] => ৬৪ গাণিতিক মানে লুক্কায়িত কোরানের ২:৪৪ আয়াতে প্রাপ্ত প্রশ্ন দুটি কাদের উদ্দেশ্যে দেয় সেই নিয়ে চিন্তা করুন! পরিশেষে ...
- গ) আল্লাহর প্রদর্শিত প্রমান বা নিদর্শন নিয়ে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের ধারণা পেতে সচেতনতার ধারক গাণিতিক মান ৬৪তে দেয় মহান আল্লাহর ৬:৪ আয়াতটি ধারনে সচেষ্ট হোন!
- ঘ) আল্লাহ্ চাইলে উপরোক্ত দুটি গাণিতিক নির্দেশনাই কোরান কিতাবুম মারকুম তথা গাণিতিক কাঠমোগত ধর্মগ্রন্থ হওয়ার অলঙ্ঘনীয় প্রমাণ হিসাবে বিশ্বাস করতে পারবেন! কেননা,
- ঙ) বিশ্বাসের আরবী **মুমিন** শব্দের বর্ণ ক্রমমান ৪৬ যা **মোত্তাক্কি** শব্দের গাণিতিক মানকেই ধারণ করছে যদিও সেটি বিপরীত, তবে গাণিতিক ভাবে সমান!

আল্লাহ্ চাইলে আপনি এটিই বুঝতে সক্ষম হবেন যে পবিত্র কোরানের সর্বোত্তম দিকনির্দেশনা হচ্ছে – সচেতনতার সাথেই নিরাপত্তা ও তপ্রোতভাবে সম্পর্কিত! কেননা, কোরানের কিতাবিক রূপে মানবের উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকর্তার দেয় ১ম ঘোষণা – এটি একটি ক্রটিমুক্ত ধর্মগ্রন্থ যা সচেতনদেরকে আলোর দিকনির্দেশনা দেয় (২:২)! এটিও উল্লেখ্য যে আরবী **মুমিন** শব্দটি কোরানে তিন(০৩)টি রূপে ব্যবহৃত হয়েছে যাদের আভিধানিক বাংলা নিম্নরূপঃ

মুমিন	নিরাপত্তা! তবে, এটি বিশ্বাস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে!
ম'মিনুন	নিরাপত্তা প্রাপ্ত যাকে বিশ্বাসী হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে! এবং
ম'মিনুল	নিরাপত্তা দানকারী! এই শব্দটি ৫৯:২৩ আয়াতে আল্লাহর গুণবাচক বৈশিষ্ট্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই আয়াত থেকেই মুমিন শব্দটির প্রকৃত মর্মার্থ ধারণ করা সম্ভব, যদি আল্লাহ ইচ্ছে করেন!

আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে তাঁর নৈকট্য প্রাপ্তরাই কেবল তাঁর দেয় ধর্মগ্রন্থের গাণিতিক অলৌকিকতার সাম্র্য দিতে পারবে (৮৩:২০-২১)! এবং **সচেনতাই নিরাপত্তা** বক্তব্যের গাণিতিক মান আপনাকে সেই নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন! অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন!

- ❖ আল্লাহ্ গাণিতিক মান ১৯কে সকল কিছুর উপর মান্যতা দিয়েছেন যাকে আরবী রূপে পড়লে পাওয়া যায় ৯১! এবং আল্লাহ্য় আস্থার ভাষাগত প্রকাশ **ইমান** শব্দের গাণিতিক মানও [আলিফ -১, মিম-৪০, নুন-৫০] => ৯১! গাণিতিক মান ১৯ ও ৯১ ঐর সমষ্টি – ১১০!
- ❖ কোরান অবমুক্তির দায়ত্বপ্রাপ্ত মুহম্মদ সাঃ ঐর মুহম্মদ নামের বর্ণক্রম ৩৮ এবং গাণিতিক মান ৯২ যাদের সমষ্টিগত মান => ১১০!
- ❖ মোত্তাক্কি ও মুমিন শব্দের বর্ণক্রমানের সমষ্টিও ১১০! এবং
- ❖ পবিত্র কোরানের ১১০তম সূরাতেই ঘোষিত হয়েছে কোরানে বিশ্বাসীদের বিজয় যা সর্বশেষ ১১৪তম সূরা হিসাবে অবমুক্ত হয়!

কোরানের গাণিতিক কাঠামোর কিঞ্চিৎ এই নিদর্শনই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করবে, যদি আল্লাহর ইচ্ছে হয়! এরই ধারাবাহিকতায়, আপনাদেরকে সত্য্যগ্রহী প্রকল্পে অংশ নিয়ে ইসলামের ধর্মীয় জ্ঞানীদেরকে গবেষণাপত্রে উল্লেখিত বিষয়ের সঠিকতা নিরূপনে অনুপ্রাণিত করনের আহ্বান রাখছি! কেননা,

- ১। কোরানের গাণিতিক অলৌকিকতায় প্রকাশিত হয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজ রূপী দাজ্জালের পরিচয় যা লুকিয়ে রয়েছে নবীজির বর্ণিত ৭৩ গাণিতিক মানে! এবং
- ২। দাজ্জালকে চিহ্নিত করতে পারলেই মিলবে তার অশুভ কর্মের প্রতিকার দেয়া ইমাম-মাহদীর সুস্পষ্ট পরিচয়! এইজন্য যে,
 - অ) আল্লাহ্ ইমাম-মাহদীর পরিচয় ও কর্ম কোরানের ১ম নাযীল সুরার গাণিতিক অলৌকিকতাতেই জানিয়ে রেখেছেন!
 - আ) আল্লাহর দেয় জাগতিক নামটি নবীজি ইমাম-মাহদী শব্দে লুকিয়ে গেছেন!
 - ই) ইমাম-মাহদী ১৯,৭৯৮ দিন পৃথিবীতে অবস্থান পরবর্তী বিদায় নেয়ার দিনটিও গাণিতিক ভাবে প্রক্ষেপিত রয়েছে! সর্বোপরি,
- ৩। গাণিতিক অলৌকিকতায় নির্দেশিত রয়েছে মানবের সার্বিক মুক্তির দিকনির্দেশনা! এবং
- ৪। এজন্যই প্রয়োজন ধর্মীয় জ্ঞানীদের মতামত! এটিই উল্লেখ্য যে

সত্য্যগ্রহী প্রকল্পে আপনাকে কেবল সময় দিতে হবে কোন অর্থ ব্যয় করতে হবে না! পক্ষান্তরে, এই প্রকল্পের অর্থায়নে পরিকল্পিত NOFS নামীয় বানিজ্যিক কার্যক্রম আপনার স্বকীয়তা এবং দেয় সময়ের সমানুপাতিক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করবে, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন! কেননা, এটি



FOLLOW US @  NOORAA Family SEBA  NOORAAPARBON.COM

২:২৬১ আয়াতের নির্দেশনাকে ভিত্তি করে প্রণীত! বিস্তারিত পাবেন...

আসুন সকলে মিলে মহান আল্লাহর সহায়তা কামনা করে প্রকৃত সত্য অন্বেষণে নিবেদিত হয়ে ঘোষণা করি...।।

..... সকল ধর্মানুসারীগণ (ধর্মগ্রন্থের অনুসারী), আসুন আমরা আমাদের মধ্যে একটি যৌক্তিক অঙ্গীকার করি এই যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকারো ইবাদত করব না; আমরা তাঁরপাশে কোন আদর্শ/অংশীদার স্থাপন করব না এবং না কোন মানুষকে আল্লাহর পাশে আদর্শ/উপাস্য হিসাবে স্থাপন করব। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে ঘোষণা কর, সাক্ষ্য থাক যে আমরা পূর্ণরূপে সমর্পিত (মুসলিমুন-মুসলমান) ৩:৬৪।

মহান আল্লাহ সকল বিশ্বাসীকে তাঁর প্রকৃত বক্তব্য জানার তৌফিক দিন!